সুরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত

ফজর ও মাগরিব বাদ পড়তে হয়।

ফজিলতঃ এই তিন আয়াতে কারীমা পাঠকারীর জন্য সত্তর হাজার আল্লাহ্‌র রহমতের ফেরেস্তা দু'আ করতে থাকেন।

আউযুবিল্লাহিস সামিইল আ'লিমি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম (তিন বার পড়তে হবে)

২২. হুওয়াল্লা হুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহীম। ২৩. হুয়াল্লা হুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু আলমালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আঝীঝুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির সুবহান্নাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন। ২৪. হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাওয়িরু লাহুল আসমা উল হুসনা ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া হুয়াল আঝীঝুল হাকীম।

অর্থঃ ২২. তিনি এমন মা'বুদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেহই মা'বুদ নাই, তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা, তিনি মেহেরবান, পরম দয়ালু। ২৩. তিনি এমন মা'বুদ যে তিনি ভিন্ন আর কেহই মা'বুদ (হওয়ার যোগ্য) নাই, তিনি বাদশাহ্ (সমস্ত আয়েব হইতে) অতীব পবিত্র, (সমস্ত কলঙ্ক হইতে) শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকর্তা, মহা পরাক্রান্ত, বিকৃতের সংস্কারক, সুমহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের অংশীদার (শিরক) হইতে পবিত্র। ২৪. তিনি মা'বুদ, সৃষ্টিকারী, ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী, আকৃতি নির্মাণকারী, তাঁহারই জন্য উত্তম উত্তম নামসমূহ রহিয়াছে; সমস্ত বস্তুই তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে– যাহা আসমানসমূহ ও যমীনে রহিয়াছে, আর তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য লাভের চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার

২১টি সবকের মধ্যে প্রথম সবক

নফী এসবাত করার নিয়ম

ভাল উৎপাদন পেতে হলে ভাল ভাবে জমি চাষ করে নিতে হয়, মরণের খেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাস্তব জ্ঞান (Practical knowledge) বা মা'রেফত অর্জনের জন্য জমি চাষতুল্য। হাদিস শরীফে আছে, "আকিছিরুজ জিক্‌রা হাদামুল লাজ্জাত"-তোমরা অধিক পরিমাণে স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর।

চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন। এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন, মন তুমি মরবে কি না? মন উত্তর দিবে, মরব। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে,

না কবরে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ বাদে কেহ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন।

তারপর যে কোন **দরূদ শরীফ পাঁচবার** পড়বেন। এই সময় খেয়াল করে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পড়ি। যদি পারেন নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়বেন।

"আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়িদিনা ওয়ানাবিয়্যনা ওয়াশাফি'য়্যনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া'লা আলিহি ওয়াছহাবিহি ওয়াবারিক ওয়াছাল্লিম।"

এর পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' এগার বার পড়বেন। যদি পারেন নিম্নোক্ত আসতাগফিরুল্লাহ্ পড়বেন খেয়াল করবেন, আমি যাবতীয় গুণাহ্ হতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই।

"আসতাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম।"

এরপর হাতে একটা তসবিহ্ নিয়ে পড়বেন

সুব্হা-নাল্লাহ্ ১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ্ ১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার ১০০ (একশত বার)

এই সময় খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি আল্লাহ্র দিকে চেয়ে আছি। আমি আল্লাহ্কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও

ক্যা বা ডাক কেন? হাদীস শরীফে আছে, বান্দা একবার আল্লাহ্‌কে ডাক দিলে, তিনি দশবার জবাব দেন।

তারপর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ৫০০ (পাঁচশত বার) দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন,

"আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই"।

"লা" শব্দ বলার সময় মুখখানা ডানদিকে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের উপর নেবেন, ডান কাঁধের উপর হতে 'লা' শব্দ উঠাবেন, ইলাহা বলতে বলতে মাথাটা খাড়া রেখে বাম দিকে ঘুরিয়ে আনবেন, নাকটা যখন বাম দুধের বোটা বরাবর আসবে, বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, তখন খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন।

লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্লিয়ে আটকিয়ে না যায়।

মাগরিব এবং ফজর বাদ দুই বেলা এই সবক আদায় করবেন। হাটতে, চলতে, তসবীহ্ ছাড়া, ওজু ছাড়া, আন্দাজে- অনুমানেও এ সবক আদায় করতে পারবেন।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

১। যিক্র করতে করতে কান্না আসে।

২। আল্লাহ্র নাম নেওয়ার জন্য মনে উদাসীন ভাব আসে।

৩। সুন্নাতের তাবেদারী করতে মনে ইচ্ছা করে।

৪। শরীয়তের জন্য কুর'বান হতে মনে চায়।

৫। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নূরানী নকশায় রূহানী নজরে দেখা যায়।

৬। ক্বল্বের মধ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নূরানী নকশা দেখা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে

কে যেন নিরবচ্ছিন্ন যেকের করে মা'লুম হয়। আর কোন কোন সময় মনে হয়, অনেক দূর হতে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের শব্দ অজস্র ধারায় ভেসে আসে।

৭। কোন কোন সময় যিক্‌র করতে করতে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

উক্ত নফি এছবাত সবকটি আপনি আমলের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ইন-শা-আল্লাহ্‌ ভাল ফলাফল পাবেন। এবং উপরের সবক নিতে শায়খের সাথে যোগাযোগ করুন।